100148 - মুসলমি ময়েে খ্রস্টিান ছলেকেে ভালবাসে এবং ববিাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়

প্রশ্ন

আমি বশি বছর বয়সী মুসলমি ময়েে। আমি একজন বদিশেী খ্রস্টিান ছলেকেে ভালবাসি, সে আরবী বলতে পারে না। আমার জন্যে খ্রস্টিান ছলেরে সাথে ববিাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া কি জায়যে; যদি আমার ধর্ম নরিাপদে থাকে। আমি পরপিূর্ণ নশ্চিতি যে, আমার ইসলামরে উপর তা কোন প্রভাব ফলেবে না। এ প্রশ্নরে উত্তর যদি 'না-বোধক' হয়; তাহলে আমি কভিাবে তাকে ইসলামরে দকিে আহ্বান করতে পারি? আপনাদরে নকিট কি ইসলামরে দকিে আহ্বান করার সংস্থা আছ; যাতে আমি তাকে সসেব সংস্থাতে যোগ দতিে বলতে পারি।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

মুসলমানদরে সর্বসম্মত অভমিত হচ্ছ- কোন মুসলমি নারীর জন্য কাফরেরে সাথে ববিাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়যে নইে। সে কাফরে ইহুদী হোক, খ্রস্টিান হোক, কংিবা অন্য কছিু হোক। আল্লাহ তাআলা বলনে: "ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরকি পুরুষদরে সাথে বয়িে দওি না। মুশরকি পুরুষ তোমাদরেকে মুগ্ধ করলওে অবশ্যই মুমনি ক্রীতদাস তার চয়েে উত্তম। ওরা জাহান্নামরে দকিে ডাক; আর আল্লাহ তোমাদরেকে নজি ইচ্ছায় জান্নাত ও ক্ষমার দকিে ডাকনে এবং তনিি মানুষরে জন্য তাঁর আয়াতমালা (নদির্শনাবলী) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করনে, যাতে তারা শক্ষিা নতিে পার।" [সূরা বাকারা, আয়াত: ২২১] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে: "অতঃপর যদি তোমরা জানতে পার য, তারা মুমনি নারী, তবে তাদরেকে কাফরিদরে কাছে ফরেত পাঠয়িে দওি না। মুমনি নারীগণ কাফরিদরে জন্য বধৈ নয় এবং কাফরিগণ মুমনি নারীদরে জন্য বধৈ নয়।"[সূরা মুমতাহনিা, আয়াত: ১০]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা (রহঃ) বলনে: "মুসলমানগণ একমত য, কোন কাফরে মুসলমান থকেে মরিাছ (পরত্যিক্ত সম্পত্তি) পাবে না। কোন কাফরে মুসলমি ময়েকেে বয়িে করতে পারবে না।"[আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (৩/১৩০) থকেে সমাপ্ত]

এছাড়াও এটি নাজায়যে হওয়ার কারণ হচ্ছ- "ইসলাম মাথা উঁচু করতে এসছে; মাথা নত করতে নয়" যমেনটি বলছেনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।[হাদসিটি দারাকুতনী বর্ণনা করছেনে এবং আলবানী সহহি জামে গ্রন্থে (নং ২৭৭৮) হাদসিটকিে 'হাসান' আখ্যায়তি করছেনে]

স্ত্রীর উপর স্বামীর কর্তৃত্ব রয়েছে। তাই কোন মুসলিম নারীর উপর কাফেরকে কর্তৃত্ব দেয়া নাজায়েয। কারণ ইসলাম সত্য ধর্ম; ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম বাতিল। যদি এ বিধান জেনেশুনে কোন মুসলিম মেয়ে কাফেরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে সে মেয়ে ব্যভিচারী গণ্য হবে। তার শাস্তি হচ্ছে- ব্যভিচারিনীর শাস্তি। আর যদি না জেনে বিয়েতে জড়িয়ে যায় তাহলে সে নারীর অপারগতা গ্রহণযোগ্য; তবে তালাক ছাড়াই তাদের দুজনের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা ফরজ। কারণ এ বিয়ে বাতিল।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলতে চাই, যে মুসলিম নারীকে আল্লাহ তাআলা ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন তার উপর ফরজ ও তার অভিভাবকের উপর ফরজ এ ধরণের সম্পর্ক করা থেকে সাবধান হওয়া, আল্লাহ তাআলার দেয়া সীমারেখা লঙ্ঘন না করা, ইসলামকে নিয়ে গৌরববোধ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর যে কেউ সম্মান-প্রতিপত্তি চায়, তবে সকল সম্মান-প্রতিপত্তির মালিক তো আল্লাহ্ই।"[সূরা ফাতির, আয়াত: ১০]

আমরা এই নারীকে উপদেশ দিচ্ছি তিনি যেন এ খ্রিস্টান ছেলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কারণ কোন নারীর জন্য বেগানা কোন পুরুষের সাথে সম্পর্ক করা নাজায়েয। ইতিপূর্বে নং 23349 প্রশ্নোত্তরে সে বিধান উল্লেখ করা হয়েছে।

আর যদি সে খ্রিস্টান ছেলে নিজের মন থেকে আগ্রহী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে তখন সে ছেলের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে কোন আপত্তি নেই; যদি তার অভিভাবক এতে রাজী হন।

আমরা এ নারীকে সে উপদেশ দিচ্ছি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নির্দেশ দিয়েছেন, সে যেন দ্বীনদার ও চরিত্রবান ছেলে নির্বাচন করে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন, তার দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন করে দেন, তাকে প্রজ্ঞা দান করেন।

আল্লাহই ভাল জানেন।